গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

নং বিইআরসি/কমিশন সভা/প্রশাঃ২৪৮/২০১৭/ ৪৩৬৫ তারিখ: ২২ আগস্ট ২০১৭

বিষয় : ১৫৭ তম কমিশন সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ১৫৭ তম কমিশন সভা ৯ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ বুধবার বিকাল ৩:০০ টায় কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান মনোয়ার ইসলাম সভায় সভাপতিত্বে করেন। সভার উপস্থিতি **পরিশিষ্ট "ক"** তে উল্লেখ করা হলো।

২। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে কমিশনের সচিব সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন। প্রতিটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

ক্রমিক নং (সিএম)	আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা
১৫৭/১	**আলোচ্য বিষয়:** ১৫৬তম কমিশন সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ। **সিদ্ধান্ত :** ১৫৬তম কমিশন সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।	
১৫৭/২	**আলোচ্য বিষয়:** ১৫৬তম কমিশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা। **সিদ্ধান্ত:** ১৫৬তম কমিশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং প্রক্রিয়াধীন/অবাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	সচিব এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালকগণ
১৫৭/৩	**আলোচ্য বিষয়:** কমিশনের আইন ও প্রবিধানের আলোকে অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদনের সুপারিশমালার বাস্তবায়ন সম্পর্কে। **আলোচনা:** সভায় জানানো হয় যে, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ে কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি এবং এই আইনের ১৭, ১৯, ২০, ২১ এবং ৫৯(ঞ) নং অনুচ্ছেদসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত যথাক্রমে কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধান, ২০০৪ এবং কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪ অনুযায়ী কমিশন প্রতিষ্ঠার পর এ যাবত কমিশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম তথা আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পর্যালোচনা করে ২৫/৫/২০১৭ তারিখে একটি প্রতিবেদন প্রণীত হয়: ১. কমিশনের তহবিল গঠন এবং তহবিল গঠনে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করা; ২. কমিশনের তহবিলে জমাকৃত অর্থের উৎস; জমাকৃত অর্থের পরিমাণ, তহবিলের ব্যবহার ও খরচ;তহবিলে হিসাবভুক্তকরণ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি; তহবিলে হিসাবভুক্তকরণের ক্ষেত্রে সঙ্গতি সাধন ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করা; ৩. কমিশনের অনুমোদিত বার্ষিক বাজেট বিবরণী পর্যালোচনা; বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী প্রাপ্ত অর্থের উৎস ও বাজেট প্রণয়ন; বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করা; ৪. কমিশনের তহবিলে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত অর্থে স্থায়ী আমানত হিসেবে বিভিন্ন ব্যাংকে বিনিয়োগকৃত অর্থের সর্বশেষ স্থিতি ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে স্থায়ী আমানতগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করা; ৫. কমিশনের সকল ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা প্রদানের বিষয়ে এ যাবত গৃহীত কার্য ব্যবস্থা এবং এ ক্ষেত্রে কমিশনের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করা; ৬. কমিশনের তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হিসাব সংরক্ষণ; হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি; ব্যাংক হিসাবের সাথে সঙ্গতি সাধন এবং নিরীক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করা; এবং ৭. কমিশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো; কম্পিউটার/একাউন্টিং সফ্টওয়্যার; কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করা। কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি আরও সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিবেদনে সমস্ত সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা তুলে ধরা হয়েছে অধ্যায়ভিত্তিক সে সকল সুপারিশসমূহ বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়।	

১. কমিশনের তহবিল গঠন এবং ব্যাংক হিসাব পরিচালনা

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে কমিশন কর্তৃক এ যাবত ৫ দফায় চলতি হিসাব, এসটিডি হিসাব এবং এসএনডি হিসাব খোলা হয়েছিল। বর্তমানে কমিশনের সকল আর্থিক লেনদেন নির্দিষ্টকৃত তফসিলী ব্যাংক হিসেবে সোনালী ব্যাংক লিঃ, কারওয়ান বাজার শাখায় পরিচালিত হচ্ছে।

কমিশনের তহবিল গঠন ও ব্যাংক হিসাব পরিচালনা সংক্রান্তে যে সকল অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়েছে তা নিরসনকল্পে সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

১. কমিশন কর্তৃক ইতিপূর্বে যে সকল ব্যাংকে চলতি/এসটিডি/এসএনডি একাউন্ট খোলা হয়েছিল এবং বর্তমানে অকার্যকর অবস্থায় আছে, সে সকল ব্যাংকে কমিশনের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্টগুলোর সর্বশেষ স্থিতি ভালভাবে যাচাই করে অবিলম্বে যথাযথ প্রক্রিয়ায় হিসাবগুলো বন্ধের কার্যক্রম গ্রহণ করা;

২. বর্তমানে সোনালী ব্যাংক লিঃ, টিসিবি ভবন শাখা, কারওয়ান বাজার, ঢাকায় কমিশনের এসএনডি একাউন্ট এবং কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন একাউন্ট (হিসাব নং- ০১১৭-২০-৩০০০২১৬), একান্ত আবশ্যক বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত বা কমিশনের কার্যালয় নতুন ভবনে স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত, কমিশনের চলমান এসএনডি একাউন্ট হিসাবে অব্যাহত রাখা এবং একান্ত জরুরী বা প্রয়োজনীয় বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোন চলতি বা এসএনডি বা এসটিডি একাউন্ট খোলা পরিহার করা;

৩. কমিশনের তহবিল পরিচালনার জন্য কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায় এবং কমিশনের তহবিল প্রবিধান, ২০০৪ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক তফসিলী ব্যাংকে একাউন্ট খোলার (চলতি বা এসএনডি বা এসটিডি একাউন্ট) কার্যক্রমসহ সকল প্রকারের লেনদেন এবং একাউন্ট বন্ধের বিষয় সকল গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্র হিসেবে যথাযথ হেফাজতে রাখার বিষয় যথাযথ পর্যায়ে নিশ্চিত করা;

৪. কমিশনের তহবিল পরিচালনা অর্থাৎ আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে দৈনন্দিন সকল লেনদেনের কার্যক্রম কমিশনের অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগ কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় সকল পর্যায়ে হিসাবের সঙ্গতি সাধনের কার্যক্রম সম্পাদন নিশ্চিত করা।

২. কমিশনের তহবিলে অর্থের উৎস, জমাকৃত অর্থের পরিমাণ এবং তহবিলে হিসাবভুক্তকরণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ১৭(১) নং অনুচ্ছেদ এ বর্ণিত ৪টি নির্ধারিত উৎস (সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; কমিশন কর্তৃক গৃহিত ঋণ; এ আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ; এবং অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ) এর মধ্যে ৩টি উৎস থেকে কমিশনের তহবিলে ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১৩ (তের) অর্থবছরে সর্বমোট জমা বা প্রাপ্তির পরিমাণ হচ্ছে (২,৯৭,৫৩,০০০.০০+ ১৪২,৩৮,২৭,০০০.০০+৪০,১২,১৬,০০০.০০) সর্বমোট ১৮৫,৪৭,৯৬,০০০.০০ (একশত পঁচাশি কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা।

কমিশনের তহবিলে জমাকৃত অর্থের উৎস; জমাকৃত অর্থের পরিমাণ, তহবিলের ব্যবহার ও খরচ; তহবিলে হিসাবভুক্তকরণ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি; তহবিলে হিসাবভুক্তকরণের ক্ষেত্রে সঙ্গতি সাধন ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় সংক্রান্তে সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

১. কমিশন আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ বাবদ প্রাপ্ত সকল অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে কমিশনের সোনালী ব্যাংক, টিসিবি ভবন শাখায় এসএনডি একাউন্টে যথাযথ প্রক্রিয়ায় জমা প্রদান এবং প্রতিদিন বিভিন্ন উৎস থেকে এসএনডি একাউন্টে জমাকৃত অর্থের হিসাবরক্ষণ কার্যক্রম যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন এবং উপযুক্ত পর্যায়ে হিসাবের সঙ্গতি সাধন (reconciliation) প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

২. এখন থেকে কমিশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে কমিশনের তহবিলে ফিস, চার্জ ইত্যাদি বাবদ আদায়কৃত অর্থের বিপরীতে ভ্যাট আদায় সম্পর্কিত হিসাব দৈনিক, মাসিক ও বছর ভিত্তিতে সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণের এবং সঙ্গতিসাধনের লক্ষ্যে ব্যবস্থা করা। একইভাবে কমিশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক ভ্যাট বাবদ কর্তণকৃত হিসাব সংকলন ও হিসাবের সঙ্গতি সাধনপূর্বক সকল ক্ষেত্রেই ভ্যাট বাবদ কর্তণকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী প্রণয়ন করা।

অধ্যায় ৩ ঃ কমিশনের বার্ষিক বাজেট বিবরণী - প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ১৯ অনুচ্ছেদ অনুসরণে কমিশন কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থবছরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী, সরকারের নিকট থেকে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তার উল্লেখসহ সরকারের নিকট পেশ করতে হয়। অতঃপর অর্থবছর শুরু হওয়ার পূর্বেই কমিশন কর্তৃক দাখিলকৃত বাজেট বিবরণীর ভিত্তিতে সরকার (মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়) প্রয়োজনীয় বাজেট অনুমোদন করে। একই সাথে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধান, ২০০৪ এর ৪ অনুচ্ছেদে কমিশনের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি এবং চূড়ান্ত বাজেট প্রস্তাবনা সরকারের নিকট পেশ করার বিষয়ে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করেই কমিশনের বার্ষিক বাজেট বিবরণী প্রণীত হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সরকারের/অর্থ বিভাগের নিকট পেশ করার পর অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হচ্ছে।

বাজেট প্রণয়ন আরও বাস্তবসম্মত করার প্রয়োজনে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা:

১. কমিশনের বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়ের হার কম হচ্ছে এবং বাজেট উদ্বৃত্তের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট ২০০৮-০৯ অর্থ বছর থেকে এ যাবত সম্পূর্ণভাবে কমিশনের নিজস্ব অর্থে বাস্তবায়িত হলেও বাস্তবভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে কমিশন কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

২. কমিশনের তহবিল যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাজেট প্রণয়ন আরও বাস্তবসম্মত করা। এজন্য কমিশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্ম পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো [Medium Term Budget Framework (MTBF)] এর আলোকে নীতিগতভাবে ৩ বছর মেয়াদী বাজেট প্রণয়ন করার বিষয় বিবেচনা করা এবং এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া। এ প্রক্রিয়ায় বাজেট প্রণয়ন হলে কমিশনের কার্যক্রম বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার ভিত্তিতে কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে;

৩. কমিশন আইন অনুযায়ী নিজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা তহবিল থেকেই কমিশন এককভাবে ব্যয় নির্বাহ করার কর্তৃত্ব থাকলেও বাজেটে কমিশনের নিজস্ব উৎসে বিভিন্ন সূত্র থেকে আয়ের কোনো লক্ষ্যমাত্রা থাকে না। কমিশনের বাজেট প্রণয়নের সময় আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়নে কমিশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা।

৪. বর্তমান অনুমোদিত বাজেটের বিস্তারিত ব্যয়ের খাতসমূহ ছাড়াও পরবর্তী অর্থ বছরসমূহে বাজেট প্রণয়নের সময় আরো কিছু প্রয়োজনীয় ব্যয় খাত অন্তর্ভুক্ত করে সর্বমোট ১০০ (একশত) কোটি টাকায় নিম্নবর্ণিত পৃথক পৃথক তহবিল গঠন করা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি অর্থ বছরে কমিশনের নিজস্ব তহবিলের উদ্ধৃত্ত আয় থেকে অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে বাজেটে প্রস্তাবিত এই তহবিলসমূহে পুনর্ভরণের জন্য যথোপযুক্ত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা এবং এই সকল তহবিল পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক পরবর্তী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা :

ক. উন্নয়ন তহবিল (Development Fund) : কমিশনের নিজস্ব ভবন ও টেস্টিং ইন্সটিটিউট নির্মাণ এবং কমিশনের অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য নিজস্ব তহবিলের উদ্ধৃত্ত আয় থেকে পৃথকভাবে ৫০(পঞ্চাশ) কোটি টাকার পরিবর্তে ৭০ (সত্তর) কোটি টাকার একটি উন্নয়ন তহবিল (Development Fund) গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

খ. পেনশন তহবিল (Pension Fund) : কমিশনের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কমিশন আইন, ২০০৩ এবং কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮ অনুযায়ী যথাসময়ে অবসরভাতা প্রদানের লক্ষ্যে এখন থেকেই কমিশনের নিজস্ব তহবিলের উদ্ধৃত্ত আয় থেকে পৃথকভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে ১০ (দশ) কোটি টাকার একটি পেনশন তহবিল (Pension Fund) গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

গ. অবচয় তহবিল (Depreciation Fund) : অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রতি অর্থবছর নির্ধারিত অবচয়ের টাকা যথাযথভাবে সমন্বয়ের প্রয়োজনে ১০ (দশ) কোটি টাকার অবচয় তহবিল (Depreciation Fund) গঠন করা।

ঘ. কর্মচারী কল্যান তহবিল (Employees Welfare Fund) : কমিশনের স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আপদকালীন সময়ে সহযোগিতা এবং কল্যাণধর্মী কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ১০ (দশ) কোটি টাকার কল্যাণ তহবিল (Employees Welfare Fund) গঠন করা।

৫. কমিশন তহবিল প্রবিধানের ৯ (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনুমোদিত বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করার লক্ষ্যে মাসিক আয় ও ব্যয়ের একটি সংক্ষিপ্তসার এবং তহবিলের অবস্থা প্রণয়ন করে একটি প্রতিবেদন কমিশনের মাসিক সভায় নিয়মিতভবে উপস্থাপন করা;

৬. কমিশনের বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য একটি স্থায়ী বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা;

৭. অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ বিধির অনুবৃত্তক্রমে/অনুসরণে কমিশনের প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ হালনাগাদ করে অবিলম্বে বাস্তবায়নসহ সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

এছাড়া সভায় জানানো হয় যে, কমিশনের স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গঠন করা হয়েছে এবং এটি যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

৪. কমিশন তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে মেয়াদী আমানত হিসেবে বিনিয়োগকৃত অর্থের স্থিতি:

কমিশনের তহবিলে প্রাপ্ত অর্থ অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরীর ভিত্তিতে সকল দাবী পরিশোধিত হবার পর উদ্বৃত্ত অর্থ কমিশনের তহবিল পরিচালনার প্রয়োজনে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকে মেয়াদী আমানত হিসাবে বিনিয়োগ করা হয়। ২০১১ হতে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২৩টি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকে বিভিন্ন হারে এবং মেয়াদে মোট ৫৭টি এফডিআর এর বিপরীতে সর্বমোট ১১৬,০৫,০০,০০০/- (একশত ষোল কোটি পাঁচ লক্ষ) টাকা স্থায়ী আমানত হিসাবে বিনিয়োগ করা আছে।

কমিশনের তহবিলে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত অর্থে স্থায়ী আমানত হিসেবে বিভিন্ন ব্যাংকে বিনিয়োগকৃত অর্থের সর্বশেষ স্থিতি ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে স্থায়ী আমানতগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী আমানত হিসেবে সরকারি তফসিলী ব্যাংকে ৭৫% এবং বেসরকারি ব্যাংকে অবশিষ্ট ২৫% বিনিয়োগ সীমা নির্ধারণ করে জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী স্থায়ী আমানত হিসেবে সরকারি তফসিলী ব্যাংক এবং বেসরকারি ব্যাংকে বিনিয়োগের সামঞ্জস্যতা বা সমন্বয় সাধনে কমিশন কর্তৃক পর্যায়ক্রমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

২. স্থায়ী আমানত হিসেবে প্রতিযোগিতামূলক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুদের হারের তারতম্য বিবেচনায় সার্বক্ষণিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে লাভজনকভাবে মেয়াদোত্তীর্ণ এফডিআর-গুলোকে রোলিং সিস্টেমে বিনিয়োগের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৩. স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেকোন প্রকারের ঝুঁকি পরিহারের লক্ষ্যে বিনিয়োগের সময় ব্যাংক নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে বেশী সংখ্যক বেসরকারী ব্যাংকে, যেমন- ২০টি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত বিনিয়োগ না করে এবং সুদের হারে তারতম্য না থাকলে যোগাযোগের সুবিধার্থে একই ব্যাংকের বিনিয়োগের শাখা সংখ্যা কমানো;

৪. কমিশনের উদ্বৃত্ত তহবিল থেকে স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগের বিষয়ে কমিশন আইন বা প্রবিধানে কোন উল্লেখ নেই এবং কমিশন কর্তৃক স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগের বিষয়ে কোন নীতিমালা নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক একটি ''উদ্বৃত্ত তহবিল বিনিয়োগ নীতিমালা'' অনুমোদন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫. কমিশনের উদ্বৃত্ত অর্থের মাধ্যমে তহবিল স্ফীত না করে তহবিলের ব্যবহার কমিশনের প্রয়োজনে যথাযথভাবে নিশ্চিত করা এবং অতঃপর সম্ভাব্য ব্যয় নির্বাহ করার জন্য কমিশনের তহবিলে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে তার অতিরিক্ত অর্থ প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে ফেরত বা জমা প্রদান করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে কমিশনের স্থায়ী আমানত বিনিয়োগের সীমা ১০০.০০ (একশত) কোটি টাকায় সীমাবদ্ধ রেখে এ ১০০.০০ কোটি টাকার স্থায়ী আমানত লাভজনকভাবে বিনিয়োগে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫. কমিশনের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা

একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে কমিশনের কার্য পরিচালনায় কমিশন আর্থিকভাবে নিঃসন্দেহে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং আইনের বিধান থাকা সত্ত্বেও কমিশনকে সরকার বা অন্য কোনো সূত্র থেকে কোনো প্রকারের অনুদান বা ঋণ গ্রহণের আর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে দীর্ঘ মেয়াদে এত বিপুল পরিমাণের উদ্বৃত্ত তহবিল ব্যবস্থাপনা করা কমিশনের পক্ষে সম্ভব নয় এবং ক্রমবর্ধমান বিপুল পরিমানের অপ্রয়োজনীয় তহবিল ব্যবস্থাপনা করা সকল দৃষ্টিকোন থেকেই ঝুকিপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের আইন ও প্রবিধানে অর্থ সম্পর্কিত বিধানাবলী অনুযায়ী নিজস্ব তহবিল থেকে যে কোন প্রয়োজনে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রেখে কমিশন কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা প্রদান করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে একটি স্বাধীন স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে সরকার তথা জনগণের নিকট কমিশনের দায়বদ্ধতা অধিকতর নিশ্চিত ও স্বচ্ছ হবে এবং ক্রমবর্ধমান অপ্রয়োজনীয় তহবিল ব্যবস্থাপনার দায় এবং তহবিল ব্যস্থাপনার ঝুঁকি থেকে কমিশন স্বস্তি পাবে।

এ বিবেচনায় কমিশন আইন অনুযায়ী কমিশনের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা প্রদানের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক. প্রতি অর্থবছরে নিজস্ব উৎসে [কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ১৭(১)(গ)(ঘ) এবং কমিশনের তহবিল প্রবিধান, ২০০৪ এর অনুচ্ছেদ ৫(গ)(ঘ)] প্রাপ্ত অর্থ ছাড়াও নিজস্ব তহবিলে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগ স্থায়ীভাবে অব্যাহত রাখার বিষয় বিবেচনা করা। এরূপ একটি নির্দিষ্ট পরিমান তহবিল স্থায়ী আমানত হিসেবে স্থায়ীভাবে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখলে, এর বিপরীতে মেয়াদান্তে প্রাপ্ত মুনাফা কমিশনের তহবিলে অর্থের একটি নিশ্চিত উৎস হয়ে থাকবে এবং কমিশনের বিশেষ প্রয়োজনে বা সংকটে সরকার বা অন্য কোন সূত্রের উপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগকৃত তহবিল থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা। কমিশনের তহবিলে বর্তমানে স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগকৃত ১১৬.০৫ কোটি টাকার মধ্যে ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ ১৬.০৫ কোটি টাকা সমপরিমানের স্থায়ী আমানত নগদায়ন করে স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগের পরিমান ১ জুলাই, ২০১৭ তারিখ থেকে সর্বমোট ১০০.০০ কোটি টাকায় স্থায়ীভাবে সীমাবদ্ধ করে এখন থেকে "১০০.০০ (একশত) কোটি টাকার স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগকৃত তহবিল" হিসেবে গণ্য করা।

খ. ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এবং নিরাপদে স্থায়ী আমানত হিসাবে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগের অধীন একটি নির্দিষ্ট শাখার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণে কমিশন কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া।

গ. বর্তমানে স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগকৃত ১১৬.০৫ কোটি টাকার মধ্যে ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ ১৬.০৫ কোটি টাকা এবং কমিশনের এসএনডি একাউন্টের সর্বশেষ স্থিতি ২২,৮৭,৫২,০০০/- টাকা থেকে ৮.৯৫ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ২৫.০০ কোটি টাকা ১ জুলাই ২০১৭ তারিখে কমিশন কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে যথাযথ প্রক্রিয়া এবং মাধ্যমে জমা প্রদান করা।

ঘ. ২০১৭-১৮ অর্থবছরসহ পরবর্তী সকল অর্থবছর শেষে বার্ষিক হিসাব প্রণীত হবার পর [কমিশনের প্রাপ্ত আয় ও অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করার পর] কমিশনের অনুমোদনের ভিত্তিতে উদ্বৃত্ত অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়মিতভাবে কমিশন কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা প্রদানের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

ঙ. কমিশন কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে উদ্বৃত্ত অর্থ জমা প্রদানের বিষয় এবং জমা প্রদানের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে একটি নীতিমালা সম্বলিত প্রবিধান যথাযথ মাধ্যমে প্রণয়ণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬. হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর ৩য় অধ্যায়ের ২০(২) নং অনুচ্ছেদ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধান, ২০০৪ এর ৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য প্রতি অর্থ বছর শেষ হবার পর কমিশন কর্তৃক প্রণীত হিসাব-বিবরণী এবং আর্থিক-বিবরণী নিবন্ধিত চাটার্ড একাউন্টেন্ড ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করিয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়।

কমিশনের তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হিসাব সংরক্ষণ; হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি; ব্যাংক হিসাবের সাথে সঙ্গতি সাধন এবং নিরীক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

১. কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪ এর ৯(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের মাসিক আয় ও ব্যয় বিবরণের একটি সংক্ষিপ্তসার এবং তহবিলের অবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ এখন থেকে নিয়মিতভাবে কমিশনের মাসিক সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। একইভাবে কমিশনের বার্ষিক হিসাব বিবরণী এবং তহবিলের অবস্থা সম্পর্কিত বার্ষিক বিবরণও কমিশনের সভায় যথাসময়ে উপস্থাপন করা;

২. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর ৩য় অধ্যায়ের ২০(২) নং অনুচ্ছেদ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধান, ২০০৪ এর ৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃক গৃহীত ও নির্দেশিত পন্থায় কমিশনের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ যাবত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করা;

৩. কোম্পানি আইন অনুযায়ী একই অডিট ফার্ম এর মাধ্যমে পর পর ৩ (তিন) বারের বেশী অডিট কার্যক্রম পরিচালনার কোন সুযোগ নেই বিধায় এখন থেকে কমিশনের হিসাব নিরীক্ষার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কোম্পানী আইন অনুযায়ী পরবর্তী অর্থ বছরের জন্য পৃথক অডিট ফার্ম নিয়োজিত করা;

৪. বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর অধীন বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত অমীমাংসিত নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা।

৭. অর্থ ও হিসাব বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো এবং সীমাবদ্ধতা:

কমিশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো; কম্পিউটার/একাউন্টিং সফ্টওয়্যার; কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

১. অর্থ ও হিসাব বিভাগের কাজের প্রকৃতি এবং গুরুত্ব বিবেচনায় বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় অফিস আদেশের মাধ্যমে ২টি পৃথক শাখার নির্ধারিত কাজ সুষ্ঠু এবং নিরাপদে সম্পাদনের জন্য ২ জন সহকারী পরিচালককে দিয়েই সম্পাদনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বর্তমান অবস্থায় জনবলের স্বল্পতার জন্য অর্থ ও হিসাব বিভাগে ২ (দুই) জন সহকারী পরিচালককে পদায়ন সম্ভব না হলে, বিকল্প ব্যবস্থায় পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে অর্থ ও হিসাব বিভাগের এই ২ (দুই) টি পৃথক শাখার দায়িত্ব পৃথকভাবে যথাক্রমে হিসাব শাখার দায়িত্ব সহকারী পরিচালক হিসাব এবং অর্থ শাখার দায়িত্ব উপ-পরিচালকের উপর অর্পণ করা;

২. কমিশনের সার্বিক এবং সম্প্রসারিত কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কারের জন্য গৃহীত উদ্যোগের অংশ হিসেবে অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় অর্থ ও হিসাব বিভাগের অধীনে বিদ্যমান ২টি শাখা যথাক্রমে হিসাব শাখা এবং অর্থ শাখার অতিরিক্ত আরো ২টি শাখা যথাক্রমে -তহবিল ব্যবস্থাপনা শাখা এবং নিরীক্ষা শাখা সহ সর্বমোট ৪ (চার) টি শাখায় অর্থ ও হিসাব বিভাগকে পুনর্গঠন করা যেতে পারে। এই ৪ (চার) টি শাখা ৪ জন সহকারী পরিচালকের অধীন ন্যস্ত করা। এ প্রস্তাবিত কাঠামোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যমান ২টি শাখার পরিবর্তে নতুনভাবে ৪ (চার) টি পৃথক পৃথক শাখায় পুনর্গঠিত করা;

৩. কমিশনে বিশেষতঃ অর্থ ও হিসাব বিভাগে জনবলের স্বল্পতা বিবেচনায় এবং কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের মান ও কার্যকারীতা সহজেই বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থ ও হিসাব বিভাগের অধিকাংশ কার্যক্রম (যেমন- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা; হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ; বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; তহবিল ব্যবস্থাপনাসহ ব্যাংক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং হিসাবের সঙ্গতি সাধন; নিজস্ব উৎসে তহবিলে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম) কম্পিউটারাইজেশন তথা কম্পিউটার/একাউন্টিং সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালনার জন্য জরুরী ভিত্তিতে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া;

৪. কমিশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগের কার্যক্রমসমূহ উপযুক্ত পর্যায়ে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে পর্যালোচনা করে দেখা। এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হবে ঃ

   ক. কমিশন আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী অর্থ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং কোন পদ্ধতিগত উন্নতি বা সংশোধনের প্রয়োজন বিবেচিত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ প্রদান করা; এবং

খ. কমিশনের অর্থ বিষয়াদি সম্পর্কিত কমিশন আইন ও প্রবিধানের কোনরূপ সংশোধন, পরিবর্তন বা সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা থাকলে সে সম্পর্কে সুপারিশ করা ।

সভায় উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। কষ্টসাধ্য কাজ করে যুগোপযোগি একটি প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য কমিশেনর পক্ষ হতে সদস্য জনাব মাহমুদুল হক ভূইয়াসহ অর্থ ও হিসাব শাখার সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

সিদ্ধান্ত: কমিশনের আইন ও প্রবিধানের আলোকে অর্থ ও হিসাব শাখার সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রস্তাবিত সুপারিশমালার বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:-

(ক) কমিশনের তহবিল গঠন এবং ব্যাংক হিসাব পরিচালনা :

১. কমিশনের যে ৪টি ব্যাংক একাউন্ট বন্ধ হয়ে আছে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর সাথে যোগাযোগ করে, সর্বশেষ স্থিতি এবং হিসাবের সঙ্গতি সাধনসহ আনুষ্ঠানিকভাবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় একাউন্টগুলো বন্ধ করার বিষয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) কর্তৃক ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন পূর্বক কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

২. সোনালী ব্যাংক, কারওয়ানবাজার শাখাস্থ কমিশনের বর্তমান এসএনডি একাউন্টসহ এখন থেকে কমিশনের সকল একাউন্ট খোলা/খোলার পর থেকেই একাউন্টের সকল প্রকারের লেনদেন এবং একাউন্ট বন্ধের ক্ষেত্রে সকল রেকর্ড-পত্র, বিশেষতঃ চেক ইস্যু সংক্রান্ত দলিলাদি সম্পর্কিত নথি-পত্র সমূহ অর্থ ও হিসাব বিভাগের যথাযথ হেফাজতে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় রাখতে হবে।

৩. কমিশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগ কর্তৃক সোনালী ব্যাংক, কারওয়ানবাজার শাখাস্থ কমিশনের বর্তমান এসএনডি একাউন্টে সকল লেনদেন কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় হিসাবের সঙ্গতি সাধন করতে হবে এবং কমিশনকে যথাযথ মাধ্যমে নিয়মিত অবহিত রাখতে হবে।

(খ) কমিশনের তহবিলে অর্থের উৎস, জমাকৃত অর্থের পরিমাণ এবং তহবিলে হিসাবভুক্তকরণ:

১. অর্থ ও হিসাব শাখার অধীন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় (Internal Control System) অর্থ ও হিসাব শাখা কর্তৃক কমিশন আইনের ভিত্তিতে জমাকৃত ফিস, চার্জ ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত সকল প্রকার অর্থের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী তাৎক্ষনিকভাবে কমিশনের নির্ধারিত এসএনডি একাউন্টে (বর্তমানে সোনালী ব্যাংক, কারওয়ান বাজরস্থ কমিশনের এসএনডি একাউন্ট) যথাযথ প্রক্রিয়ায় জমা প্রদান এবং এসএনডি একাউন্টে জমাকৃত অর্থের হিসাবরক্ষণ কার্যক্রম এবং যথাসময়ে হিসাবের সঙ্গতি সাধন প্রক্রিয়া (ত্রিপক্ষীয়) নিশ্চিত করতে হবে।

২. কমিশনের তহবিলে ফিস, চার্জ ইত্যাদি বাবদ আদায়কৃত এবং কমিশনের বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে সম্পদ সংগ্রহ, মেরামত, রক্ষনাবেক্ষন ইত্যাদি বিল পরিশোধের বিপরীতে ভ্যাট আইন অনুযায়ী ভ্যাট আদায় সম্পর্কিত শ্রেণীবিন্যাসকৃত হিসাব অর্থ ও হিসাব শাখার অধীন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় (Internal Control System) অর্থ ও হিসাব শাখা কর্তৃক দৈনিক, মাসিক ও বছর ভিত্তিতে সংকলন, রক্ষনাবেক্ষন এবং হিসাবের সঙ্গতি সাধন প্রক্রিয়া (ত্রিপক্ষীয়) যথাসময়ে নিশ্চিত করতে হবে।

৩. বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা করে পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) কর্তৃক উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিপালনের নিমিত্ত একটি নির্দেশনামূলক পরিপত্র জারী করতে হবে।

(গ) কমিশনের বার্ষিক বাজেট বিবরণী - প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন:

১. কমিশনের উদ্বৃত্ত তহবিলের বিদ্যমান স্থিতি থেকে কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কিত আইন ও প্রবিধানে যথাযথ সংশোধন বা সংযোজন সাপেক্ষ কমিশনের অধীন পর্যায়ক্রমে ১০০ (একশত) কোটি টাকায় নিম্নবর্ণিত ৪ (চার)টি পৃথক তহবিল গঠনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

ক. উন্নয়ন তহবিল (Development Fund) ঃ কমিশনের নিজস্ব ভবন এবং টেস্টিং ইনস্টিটিউট নির্মাণসহ উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন উন্নয়ন তহবিল।

খ. পেনশন তহবিল (Pension Fund) ঃ কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে অবসর/আনুতোষিক ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকার বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মকর্তা/কর্মচারী পেনশন তহবিল।

গ. অবচয় তহবিল (Depreciation Fund) ঃ প্রতি অর্থবছর নির্ধারিত পরিমানের অবচয়ের টাকা সমন্বয়ের প্রয়োজনে ১০ (দশ) কোটি টাকার সমপরিমান বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন অবচয় তহবিল।

ঘ. কর্মচারী কল্যান তহবিল (Employees Welfare Fund) ঃ স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আপদকালীন সময়ে সহযোগিতা এবং কল্যানধর্মী কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ১০ (দশ) কোটি টাকার বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী কল্যাণ তহবিল।

২. প্রাথমিকভাবে প্রতি অর্থবছরে কমিশনের নিজস্ব তহবিলের উদ্বৃত্ত আয় থেকে অর্থ বিভাগের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ থেকে এই তহবিলসমূহ গঠন করতে হবে ।

৩. এই সকল তহবিল পরিচালনার জন্য ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন এবং তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত কার্য প্রণালী প্রণয়নপূর্বক তহবিলসমূহ গঠন ও বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. কমিশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্ম পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর [Medium Term Budget Framework (MTBF)] অনুকরণে কমিশনের প্রয়োজনে ৩ বৎসর মেয়াদী বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৫. কমিশন আইন ও প্রবিধান সমূহের আলোকে এবং কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অর্জনে বাজেট প্রণয়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নে একটি স্থায়ী বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে ।

৬. সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান এবং কমিশন আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী কমিশনের জন্য প্রযোয্য আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ যথাযথভাবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় হালনাগাদ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করে এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ অনুযায়ী কমিশনের অনুমোদিত বাজেট বাস্তবায়নে অর্থ ও হিসাব শাখা প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৭. কমিশন সচিব এবং পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) কর্তৃক এই সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সচিব, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

(ঘ) কমিশন তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে মেয়াদী আমানত হিসেবে বিনিয়োগকৃত অর্থের স্থিতি:

১. স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক একটি ''উদ্বৃত্ত তহবিল বিনিয়োগ নীতিমালা'' অনুমোদন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. এরূপ নীতিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কমিশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগ কর্তৃক কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসরন পূর্বক বিভিন্ন ব্যাংকে বর্তমানে বিনিয়োগকৃত স্থায়ী আমানতসমূহের মধ্য থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ স্থায়ী আমানতগুলোকে সার্বক্ষণিকভাবে রোলিং সিস্টেমে নিরাপদ এবং লাভজনক ভিত্তিতে বিনিয়োগ এবং বিশেষভাবে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী সরকারি ব্যাংকে ৭৫% এবং বেসরকারি ব্যাংকে ২৫% স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) কমিশনের তহবিল - আয় ও ব্যয় এবং তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা:

১. কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কিত কমিশন আইন ও প্রবিধান, কমিশনের নিজস্ব উদ্বৃত্ত তহবিলের সর্বশেষ স্থিতি এবং বিদ্যমান সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনায়, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব বিবরণীর ভিত্তিতে যে কোন প্রয়োজনে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রেখে বিদ্যমান উদ্বৃত্ত তহবিলের স্থিতি থেকে মোট ১০ (দশ) কোটি টাকা কমিশন প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা প্রদান করতে হবে।

২. কমিশন সচিব এবং পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে অর্থ জমা প্রদান প্রক্রিয়া/পদ্ধতি সম্পর্কে অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনা করে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. কমিশন কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে উদ্বৃত্ত অর্থ জমা প্রদানের বিষয়ে (জমা প্রদানের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে একটি নীতিমালাসহ) কমিশন আইন ও প্রবিধান প্রয়োজনীয় সংশোধন/ সংযোজনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

৪. ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরসহ পরবর্তী সকল অর্থবছর **শেষে বার্ষিক হিসাব প্রণীত হবার পর** কমিশনের অনুমোদনের ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে উদ্বৃত্ত অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ কমিশন কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা প্রদানের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কমিশন আইন ও প্রবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(চ) হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা:

১. কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪ এর ৯(খ) অনুযায়ী কমিশনের মাসিক ও বার্ষিক আয় ও ব্যয় বিবরণের একটি সংক্ষিপ্তসার এবং কমিশন তহবিলের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কিত একটি বিবরণ নির্ধারিত ছকে পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) কর্তৃক নিয়মিতভাবে কমিশনের মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

২. কমিশন আইন ২০০৩ এর ২০(২) অনুচ্ছেদ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধান, ২০০৪ এর ৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউনটেন্টস কর্তৃক গৃহীত ও নির্দেশিত পন্থায় কমিশনের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) কর্তৃক এ যাবত সম্পাদিত নিরীক্ষার ফলাফল বিষয়ে কমিশনকে স্বত্ত্বর অবহিত করতে হবে।

৩. অর্থ বিষয়ক আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব প্রণয়ন সম্পর্কিত কর্মকান্ড যথাসময়ে এবং যথাযথ মানে সম্পাদন করার কর্ম পরিকল্পনা পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) কর্তৃক কমিশনের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৪. বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর অধীন নিরীক্ষা অধীদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত অমীমাংসিত নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অর্থ ও হিসাব শাখা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে ।

(ছ) অর্থ ও হিসাব বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো এবং সীমাবদ্ধতা:

১. অর্থ ও হিসাব শাখার কার্য সম্পাদনের মান ও কার্যকারীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কম্পিউটারাইজেশন তথা কম্পিউটার/একাউন্টিং সফ্টওয়্যারের ব্যবস্থা করার জন্য পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) কর্তৃক অবিলম্বে একটি কর্ম পরিকল্পনা কমিশন সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

২. অর্থ ও হিসাব শাখার কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনার জন্য নিম্ন বর্ণিতভাবে একটি কমিটি গঠন করা হল :

(ক) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	সভাপতি
(খ) উপপরিচালক (কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স)	সদস্য
(গ) সহকারী পরিচালক (ট্যারিফ)	সদস্য
(ঘ) সহকারী পরিচালক (বিদ্যুৎ)	সদস্য
(ঙ) সহকারী পরিচালক (হিসাব)	সদস্য-সচিব

৩. এই কমিটির দায়িত্বঃ

ক. কমিশন আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী অর্থ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা এবং পদ্ধতিগত উন্নতি বা সংশোধনের সুপারিশ করা; এবং

খ. অর্থ বিষয়াদি সম্পর্কিত কমিশন আইন ও প্রবিধানের কোনরূপ সংশোধন, পরিবর্তণ বা সংজোযন করার প্রয়োজনীয়তা থাকলে সে সম্পর্কে সুপারিশ করা ।

১৫৭/৪	**আলোচ্য বিষয়:** বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০১৭ (খসড়া) চূড়ান্তকরণ সম্পর্কে। **আলোচনা:** সভায় জানানো হয় যে, গত ২০ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখ কমিশন এনার্জি সেক্টরে লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ মীমাংসার জন্য Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2014 সরকারী গেজেটে প্রকাশ করে। ২০ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখ এই প্রবিধানমালার সংশোধনী সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয়। প্রবিধানমালাটি অধিকতর সংশোধন ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2014 (as amended in 2016) এর "রহিতকরণ ও হেফাজত" এর বিধান রেখে Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2017 এর খসড়া সরকারী গেজেটে প্রকাশের লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2017 এর খসড়া চূড়ান্ত করার বিষয়ে ১৬ জুন ২০১৭ তারিখ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় Tribunal এর কার্যক্রম অবিলম্বে অবসানপূর্বক এর যাবতীয় কার্যক্রম কমিশনের নিকট স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2014 (as amended in 2016) এর আওতায় এই Tribunal গঠিত হয়। তাই Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2014 (as amended in 2016) এর আওতায় গঠিত Tribunal আর একটি প্রবিধানমালার মাধ্যমে রহিত করা যুক্তিযুক্ত হবে মর্মে সভায় উল্লেখ করা হয়। এ ব্যাপারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে উক্ত প্রবিধানমালা রহিত করে প্রবিধানমালাটি পুনরায় সংশোধন করে বাংলায় প্রণয়ন করা হয়েছে। পুনরায় সংশোধিত "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০১৭" এর খসড়া সরকারী গেজেটে প্রকাশের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়। **সিদ্ধান্ত** : "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০১৭" এর সংশোধিত খসড়া সরকারী গেজেটে প্রকাশের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় (পরিশিষ্ট -খ)।	সচিব

৩। সভায় অন্য কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

22/06/2017
(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

(মাহমুদউল হক ভূঁইয়া)
সদস্য

22/06/2017
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

22/6/17
(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান

নং- বিইআরসি/কমিশন সভা/প্রশাঃ২৪৮/২০১৭/৪৩৬৫

তারিখ: ২২ আগস্ট, ২০১৭

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য:

১। পরিচালক (গ্যাস/পেট্রোলিয়াম/অর্থ ও হিসাব/বিদ্যুৎ), বিইআরসি, ঢাকা।
২। উপপরিচালক (সকল), বিইআরসি, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, বিইআরসি, ঢাকা [মাননীয় চেয়ারম্যানের সদয় অবগতির জন্য]।
৪। উপপরিচালক (গ্যাস) ও আইসিটি সংক্রান্ত কমিটির সদস্য সচিব, বিইআরসি, ঢাকা (বিইআরসি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), বিইআরসি, ঢাকা।
৬। সদস্য (সকল) এর ব্যক্তিগত সহকারী, বিইআরসি, ঢাকা [মাননীয় সদস্যের সদয় অবগতির জন্য]।

২২.০৮.১৭

(মুহঃ মাহবুবর রহমান)
সচিব
ফোনঃ ৯১৪০১২৫